রুদ্রাক্ষ কিভাবে পরিধান করবেন

রুদ্রাক্ষ পবিত্র কণা, একটি সোনা বা রুপোর মাধ্যমে পরিধান করা যেতে পারে। এটি পরিধান করার আগে কাঁচা দুধ বা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা উচিত। মন্ত্র 108 বার জপ করতে করতে ভগবান ভৈরবের চরণে কালো তিলের বীজ অর্পণ করুন ও সুগন্ধি ধুপ দিন, এর ফলে আপনার শনি জাগরিত হবে।এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করার পরে, সূর্যাস্তের পরে কোনো শনিবার বা পুষ্য , অনুরাধা ও উত্তরা ভদ্রপাড. নক্ষত্রের কালে এটি পরতে পারেন।

প্রাকৃতিক রুদ্রাক্ষের গুরুত্ব

আজকের দিনে বাজারে প্রাকৃতিক রুদ্রাক্ষ পাওয়া খুবই দুস্কর একটি ঘটনা। সাধারণত, কারখানা গুলিতে প্লাস্টিকের ফাইবার ব্যবহার করে রুদ্রাক্ষ তৈরি করা

Published on: Apr, 17 2023 18:38

হয়। বিশেষত, কৃত্রিম রুদ্রাক্ষ গুলি চীনে বড় আকারে তৈরি হচ্ছে এবং তারপরে সেগুলি সারা বিশ্বের বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। একটি প্রাকৃতিক রুদ্রাক্ষ, একটি গাছের ফল এবং তাই সীমিত সংখ্যায় পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, আবহাওয়ার মত অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল জিনিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মাঝে মাঝে উৎপাদনে বাধা দেয়। কৃত্রিমভাবে তৈরি রুদ্রাক্ষ একই রকম দেখতে হতে পারে তবে এটি জ্যোতিষিকভাবে ব্যবহার করা হয় না।

রুদ্রাক্ষ ধারণের বিধি

🔔1. রুদ্রাক্ষ ধারণের আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে তা যেন চকিন দানা এবং পোকা লাগা না হয় অবশ্যই রুদ্রাক্ষকে অরিজিনাল হতে হবে।

🔔2. বিধি মত সেই রুদ্রাক্ষকে শোধন করে ভগবান শিবের পুজো করে শিবলিঙ্গে স্পর্শ করিয়ে তারপর তা পুজো বা ধারণ করার জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র জপ করে তা ধারণ বা পূজ করা উচিত।

🔔3. একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে হলে জলে স্নান করতে হবে ,অবশ্যই প্রতিদিন শিবের আরাধনা করতে হবে এবং তার সাথে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দুর্গা গণেশকে সমানভাবে ভক্তি করতে হবে। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে তবেই রুদ্রাক্ষ কাজ দেবে।

🔔4.রুদ্রাক্ষকে প্রথমে তামার পাত্রে রেখে গঙ্গাজল বা কাঁচা দুধ দিয়ে স্নান করাতে হবে তারপর অশ্বগন্ধার দ্বারা স্নান করাতে হবে পঞ্চম নিচের দ্বারা স্নান করিয়ে পরিষ্কার বা লাল কাপড়ের উপর রেখে চন্দন অক্ষত দিয়ে পুজো করিয়ে ধূপ দ্বী প জ্বালিয়ে এবং শিবের প্রিয় ফুল দিয়ে অবশ্যই ভগবান শিবের প্রিয় বেলপাতা দিয়ে পূজা করতে হবে। এবং ১০৮ বার ভগবান শিবের মন্ত্র জপ করতে হবে মন্ত্র:- ''� নমঃ শিবায়''। রুদ্রাক্ষকে ভগবান শিবের ন্যায় আসনে বসিয়ে পূজা করলে ভালো ফল লাভ হয়।

🔔5. রুদ্রাক্ষ ধারণের জন্য সোমবার শুভ নক্ষত্র যোগে শুভ মুহূর্তে রুদ্রাক্ষ নিয়ে আসতে হবে এবং তদ্রূপ তিথিতে শুভ মুহূর্তে শোধন করে তার ধারণা বা পুজোর জন্য রাখা যেতে পারে।

🔔6. রুদ্রাক্ষকে গলায় বা বাহুতে ধারণ করা যাবে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে স্নান করা উচিত নয়,

7. নারী সঙ্গ করা উচিত নয়

8. মলত্যাগ করা উচিত নয়

9.এছাড়া সমস্ত রকমের অসৎ কর্ম করার সময় রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিত নয় এতে ভগবান শিব ভীষণভাবে রুষ্ট হন

🔔10..এইসব কর্মের সময় অবশ্যই রুদ্রাক্ষ খুলে রাখা উচিত

🔔এছাড়া রুদ্রাক্ষ পরে সর্ব জায়গাতেই যাওয়া যায় কোন বিধি নিষেধ নেই।

Published on: Apr, 17 2023 18:38

Published on: Apr, 17 2023 18:38